

সূরা ৮৪ : ইনশিকাক, মাক্কী

(আয়াত ২৫, রুকু ১)

৮৪ - سورة الانشقاق 'مَكِّيَّة

(آيَاتُهَا : ٢٥ 'رُكُوعَاتُهَا : ١)

এ সূরায় (নং ৮৪) সাজদাহর আয়াত পাঠ

ইমাম মালিকের (রহঃ) মুআত্তা হাদীস গ্রন্থে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জনগণকে সালাত আদায় করান এবং ঐ সালাতে তিনি **إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ** এ সূরাটি পাঠ করেন। অতঃপর তিনি (সাজদাহর আয়াতে সালাতের মধ্যেই) সাজদাহ করেন। সালাত শেষে

তিনি জনগণকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে সালাতের মধ্যে সাজদাহ করেছেন। এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতেও বর্ণিত হয়েছে। (হাদীস নং ১/৪০৬ এবং ৬/৫১০)

আবু রাফে (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরাহর (রাঃ) সাথে ইশার সালাত আদায় করেছি। তিনি সালাতে إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ সূরাটি পাঠ করেন এবং (সাজদাহর আয়াতে) সাজদাহ করেন। আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : আমি আবুল কাসেমের (রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিছনে (সালাত আদায় করেছি এবং তার সাজদাহর সাথে) সাজদাহ করেছি। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ যতদিন বেঁচে আছি ততদিন পর্যন্ত) এই স্থলে সাজদাহ করতেই থাকব। (ফাতহুল বারী ১/২৯২) সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ এবং الَّذِي خَلَقَ এই সূরা দিয়ে সাজদাহ করেছি।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,	۱. إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَّتْ
(২) এবং ওটা স্বীয় রবের আদেশ পালন করবে, আর ওকে তদুপযোগী করা হবে,	۲. وَأُذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
(৩) এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে,	۳. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ
(৪) এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিষ্ক্ষেপ করবে ও শূন্য গর্ত হয়ে যাবে,	۴. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ

(৫) এবং তার রবের আদেশ পালন করবে, আর ওকে তদুপযোগী করা হবে।	৫. وَأُذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
(৬) হে মানবসকল! তোমরা তোমাদের আমাল অনুযায়ী তোমাদের রবের সাক্ষাত লাভ করবে, আর এটাতো অবশ্যম্ভাবি।	৬. يَتَأْتِيهَا إِلَّا نَسْنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمُلَاقِيهِ
(৭) অতঃপর যাকে ডান হাতে তার কর্মলিপি প্রদত্ত হবে	৭. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
(৮) তার হিসাব-নিকাশ তো সহজভাবে গৃহীত হবে,	৮. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
(৯) এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্ল চিত্তে ফিরে যাবে।	৯. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا
(১০) এবং যাকে তার কর্মলিপি তার পৃষ্ঠের পশ্চাড্ভাগে দেয়া হবে	১০. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
(১১) ফলে অচিরেই সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে,	১১. فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا

(১২) এবং জ্বলন্ত আগুনে সে প্রবেশ করবে।	১২. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا
(১৩) সে তার স্বজনদের মধ্যে তো সহর্ষে ছিল,	১৩. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا
(১৪) যেহেতু সে ভাবতো যে, সে কখনই প্রত্যাবর্তিত হবেনা।	১৪. إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحْضَرَ
(১৫) হ্যাঁ, (অবশ্যই প্রত্যাবর্তিত হবে) নিশ্চয়ই তার রাব্ব তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।	১৫. بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا

আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং যমীনকে প্রসারিত করা হবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : কিয়ামাতের দিন আকাশ ফেটে যাবে, ওটা স্বীয় রবের আদেশ পালনের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকবে এবং ফেটে যাওয়ার আদেশ পাওয়া মাত্র ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। তার করণীয়ই হল আল্লাহর আদেশ পালন। কেননা এটা ঐ আল্লাহর আদেশ যা কেহ ঠেকাতে পারেনা, যিনি সবারই উপর বিজয়ী, সবকিছুই যাঁর সামনে অসহায় ও বাধ্য।

যমীনকে যখন সম্প্রসারিত করে দেয়া হবে। অর্থাৎ যমীনকে প্রসারিত করা হবে, বিছিয়ে দেয়া হবে এবং প্রশস্ত করা হবে।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন : পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিষ্ক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে অর্থাৎ যমীন তার অভ্যন্তরভাগ থেকে সকল মৃতকে উঠিয়ে ফেলবে এবং এভাবে ও গর্ভশূন্য হয়ে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/৩১০) সেও রবের ফরমানের অপেক্ষায় থাকবে, তার জন্য এটাই করণীয়ও বটে।

প্রতিটি আমলেরই অবশ্যই প্রতিদান দেয়া হবে

এরপর মহান আল্লাহ বলেন : **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ** হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের নিকট না পৌঁছানো পর্যন্ত কঠোর সাধনা করতে থাক, পরে তোমরা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের রবের প্রতি অগ্রসর হতে থাকবে, আমল করতে থাকবে, অবশেষে একদিন তাঁর সাথে মিলিত হবে এবং তার সম্মুখে দাঁড়াবে। তখন তোমরা নিজেদের প্রচেষ্টা ও কার্যাবলী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে।

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘জিবরাঈল (আঃ) বলেন : ‘হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি যতদিন ইচ্ছা জীবন যাপন করুন, অবশেষে একদিন আপনার মৃত্যু অনিবার্য। যা কিছুর প্রতি মনের আকর্ষণ সৃষ্টি করার করুন, একদিন তা থেকে বিচ্ছেদ অবধারিত। যা ইচ্ছা আমল করুন, একদিন তার (মৃত্যুর) সাথে সাক্ষাৎ হবে। (মুসনাদ তায়ালিসী ২৪২) **مَلَاقِيهِ** শব্দের সর্বনাম দ্বারা রাব্ব বা প্রতিপালককে বুঝানো হয়েছে বলে কেহ কেহ মন্তব্য করেছেন। তখন অর্থ হবে : তোমার সাথে তোমার রবের সাক্ষাৎ হবেই। তিনি তোমাকে তোমার সকল আমলের পারিশ্রমিক দিবেন। তোমার সকল প্রচেষ্টার প্রতিফল তোমাকে প্রদান করবেন। এ উভয় কথাই পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতে **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا** আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, তুমি যে কাজই করে থাকনা কেন তা নিয়ে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে, তা ভাল কাজই হোক অথবা মন্দ কাজই হোক। (তাবারী ২৪/৩১২)

কিয়ামাত দিবসে আমলনামা দেয়ার বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেন : যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব নিকাশ সহজেই নেয়া হবে। অর্থাৎ তার ছোট খাটো পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর খুটিনাটিভাবে যার আমলের হিসাব গ্রহণ করা হবে তার ধ্বংস অনিবার্য। সে শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাবেনা।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘(কিয়ামাতের দিন) যার হিসাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, আযাব তার জন্য অবধারিত।’ আয়িশা (রাঃ) এ কথা শুনে বলেন : আল্লাহ তা‘আলা কি এ কথা বলেননি যে, অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে প্রদান করা হবে তার হিসাব হবে সহজতর? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সেটা তো হিসাবের জন্য দৃশ্যতঃ পেশ করা মাত্র (যথার্থ হিসাব নয়)। কিয়ামাতের দিন যে ব্যক্তির হিসাব যাচাই করা হবে, আযাব তার জন্য অবধারিত।’ (আহমাদ ৬/৪৭, ফাতহুল বারী ৮/৫৬৬, মুসলিম ৪/২২০৪, তিরমিযী ৯/২৫৬, নাসাই ৬/৫১০ এবং তাবারী ২৪/৩১৫)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا অর্থাৎ সে জান্নাতে অবস্থানরত তার পরিবারের লোকদের কাছে ফিরে যাবে। কাতাদাহ (রহঃ) ও যাহহাক (রহঃ) এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তারা ‘মাসরুর’ শব্দের অর্থ করেছেন আল্লাহ তাদেরকে যা দান করেছেন সেই জন্য তারা আনন্দিত ও উল্লসিত। (তাবারী ২৪/৩১৫) আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ তাকে তার পিছনে বাকা করানো বাম হাতে তার আমলনামা দেয়া হবে। তখন সে নিজেকে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করবে। সে তো পৃথিবীতে তার লোকদের সাথে আমোদ ফুর্তিতে সময় নষ্ট করেছে। পরবর্তী সময়ের পরিণতির কথা সে কখনো মনে করেনি, তার সম্মুখে (পরবর্তী জীবনে) কি অপেক্ষা করছে সেই বিষয়ে মনে ভয় পোষন করেনি। দুনিয়ার আনন্দ আখিরাতে তার সীমাহীন দুঃখ-ক্লেশ বয়ে আনবে। إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَّنْ يَحُورَ সে তো মনে করত যে, তাকে আর কখনো আল্লাহর সম্মুখে বিচারের জন্য উপস্থিত হতে হবেনা। মৃত্যুর পর আবার তাকে জীবিত করা হবে এ কথা সে মনে করতনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩১৭) আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। প্রথমবার তিনি যেভাবে সৃষ্টি করেছেন দ্বিতীয় বারও সেভাবেই সৃষ্টি করবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে পাপ ও সৎ কাজের প্রতিফল প্রদান করবেন। তিনি তাদের

প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তারা যা কিছু করছে সে সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

(১৬) আমি শপথ করি অন্ত- রাগের	١٦. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ
(১৭) এবং রাতের, আর ওটা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার,	١٧. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ
(১৮) এবং শপথ চন্দ্রের যখন ওটা পরিপূর্ণ হয়,	١٨. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ
(১৯) নিশ্চয়ই তোমরা এক স্ত র হতে অন্য স্তরে আরোহণ করবে,	١٩. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ
(২০) সুতরাং তাদের কি হল যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনা?	٢٠. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
(২১) এবং তাদের নিকট কুরআন পঠিত হলে তারা সাজদাহ করেনা? [সাজদাহ]	٢١. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝
(২২) পরন্তু কাফিরেরাই অসত্যারোপ করে,	٢٢. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
(২৩) অথচ তারা (মনে মনে) যা পোষণ করে আল্লাহ তা সবিশেষ পরিজ্ঞাত।	٢٣. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ

(২৪) সুতরাং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান কর।	٢٤. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
(২৫) যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার।	٢٥. إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

মানুষের জীবন-পথের বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করে আল্লাহর শপথ

সূর্যাস্তকালীন আকাশের লালিমাকে শাফাক বলা হয়। পশ্চিমাকাশের প্রান্তে এ লালিমার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আলী (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), উবাদা ইব্ন সামিত (রাঃ), আবু হুরাইরাহ (রাঃ), শাদদাদ ইব্ন আউস (রাঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), বাকর ইব্ন আবদিল্লাহ মাযানী (রহঃ), বুকায়ের ইব্ন আশাজ (রহঃ), মালিক (রহঃ), ইব্ন আবী যি'ব (রহঃ) এবং আবদুল আযীম ইব্ন আবী সালামা মা'জিশূন (রহঃ) বলেন, ঐ লালিমাকেই শাফাক বলা হয়। (কুরতুবী ১৯/২৭৪) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, শাফাক হল শুভ্রতা। (আবদুর রায্যাক ৩/৩৫৮) মুজাহিদ বলেছেন, তবে কিনারা বা প্রান্তের লালিমাকে শাফাক বলা হয়, তা সেটা সূর্যোদয়ের পূর্বেই হোক অথবা সূর্যোদয়ের পরেই হোক। (তাবারী ২৪/৩১৮) খলীল ইব্ন আহমাদ (রহঃ) বলেন যে, ইশার সময় পর্যন্ত এ লালিমা অবশিষ্ট থাকে। জাওহারী (রহঃ) বলেন যে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর যে লালিমা বা আলোক অবশিষ্ট থাকে ওটাকে শাফাক বলা হয়। এটা সন্ধ্যার পর থেকে ইশার সালাতের সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। (কুরতুবী ১৯/২৭৫) ইকরিমাহও (রহঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন যে 'সাফাক'

হল মাগরিব এবং ইশার মধ্যবর্তী সময়। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, মাগরিবের সময় থেকে ইশার সময় পর্যন্ত এটা বাকী থাকে।

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘মাগরিবের সময় শাফাক অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে।’ (মুসলিম ১/৪২৬) অর্থাৎ এ সময় পর্যন্ত মাগরিবের সালাত আদায় করা যেতে পারে।’ উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এটাই প্রমাণ করে যে, ‘শাফাক’ হল ঐ সময় যে সম্পর্কে যাওহারী (রহঃ) এবং খলীল (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন وَمَا وَسَقَ এর অর্থ হচ্ছে যা কিছু একত্রিত হয়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, ইহা হল তারকারাশি এবং পালিত পশুর একত্রিত হওয়া। (তাবারী ২৪/৩২০) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, রাতের অন্ধকার নেমে আসার ফলে তাড়িত হয়ে যা কিছু নিজ স্থলে ফিরে আসে। (তাবারী ২৪/৩২১) وَالْقَمَرَ إِذَا اتَّسَقَ এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন চাঁদ বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণতা লাভ করে। (তাবারী ২৪/৩২১) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে : যখন চাঁদ তার কক্ষপথে পূর্ণ পরিভ্রমণ শেষ করে। (তাবারী ২৪/৩২২)

অবিশ্বাসীদের শাস্তিদানের সুসংবাদ ও মু'মিনদের জন্য আল্লাহর অবারিত দান

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনেনা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং কিয়ামাত দিবসের প্রতি? আর কুরআন শুনে বিনীত হৃদয়ে, সম্মুখে ও আশা-আকাংখার সাথে সাজদায় অবনত হতে কে তাদেরকে বিরত রাখে? বরং এই কাফিরেরা তো উল্টা অবিশ্বাস করে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং সত্য ও হকের বিরোধিতা করে। তারা হঠকারিতা এবং মন্দের মধ্যে ডুবে আছে। তারা মনের কথা গোপন রাখলেও আল্লাহ তা'আলা সেই সব ভালভাবেই জানেন।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন : হে নাবী! তুমি কাফিরদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

তারপর বলেন : সেই শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে উত্তম পুরস্কারের যোগ্য তারাই যারা ঈমান এনে সৎ কাজ করে। অর্থাৎ যারা মনে প্রাণে দীনের দা‘ওয়াতকে কবুল করেছে এবং সেই অনুযায়ী তাদের কথায় ও কাজে তা প্রতিফলিত করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান যা কখনও শেষ হবার নয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উহা কখনও কমিয়ে দেয়া হবেনা। (তাবারী ২৪/৩২৭) মুজাহিদ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, উহা কখনও পরিমাপ করে দেয়া হবেনা। (তাবারী ২৪/৩২৭) তাদের এ বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, এই প্রতিদানের কোন শেষ নেই কিংবা কমতিও করা হবেনা। যেমনটি অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُوذٍ

ওটা হবে অফুরন্ত দান। (সূরা হুদ, ১১ : ১০৮)

সূরা ইনশিকাক এর তাফসীর সমাপ্ত।